চুয়াডাঙ্গায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ৩টি পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে ৩ টি বসতবাড়িতে আগুন লাগে। আগুনে ৩ টি বসত বাড়ির সকল আসবারপত্র, নগদ অর্থসহ সকল মালামাল পুরে যায় ফলে তাদের ঠাঁয় হয় খোসলা আকাশের নিচে।

শুক্রবার বিকাল ৪ টার সময় বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামের ঔ বাড়িতে গিয়ে ৩ পরিবারের ৮ সদস্য হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেয় লাল সবুজ চুয়াডাঙ্গার একটি টিম। এসময় বেগমপুর ইউনিয়ন ৯ নং ওযার্ড ইউপি সদস্য আবু বক্কর জোয়াদ্দার, ৭ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং বেগমপুর পুলিশ ক্যাম্পের টু আইসি মোঃ সাইফুল ইসলাম ও বেগমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ সেবক রিজভী আহম্মেদ, লাল সবুজ উন্নয়ন সংঘ চুয়াডাঙ্গা সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবিদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্স মাহমুদ ছিলেন।

দর্শনায় ভাংড়ী ব্যাবসায়ীর আত্মহত্যা

দর্শনায় আক্কাস আলী (৫৭) নামের এক ভাংড়ী ব্যাবসায়ী গলায়দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুক্রবার সকালের দিকে নিজ বসত বাড়ির একটি পরিত্যাক্ত ঘরে গলাইদড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তিনি দর্শনা বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত হামিদ মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত হামিদ মন্ডলের ছেলে ও

দর্শনা বাসন্ট্যান্ড আক্কাস আলী সুপার মার্কেটের স্বত্বাধীকারী আক্কাস আলী পেশায় একজন ভাংড়ী ব্যবসায়ী। তিনি তার মার্কেটের তৃতীয় তলায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।

পারিবারিক কলহের জের ধরে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে পরিবারের সকলের অজান্তে বাড়ির মধ্যে একটি টিনের পরিত্যাক্ত ঘরের আড়ার সাথে গলাইদড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এসময় পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুজি শুরু করার একপর্যায় তাকে ওই পরিত্যাক্ত ঘরের আড়ার সাথে দড়িতে ঝুলতে দেখে চিৎকার শুরু করে। তাদের আর্তচিৎকারে মার্কেট ও পরিবারের লোকজন আক্কাস আলীকে ঝুলন্ত দড়ি থেকে নামিয়ে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। সেখানে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দর্শনা থানার এসআই হারুন অর রশিদ জানায়, নিহত লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এবিষয়ে থানা পুলিশে একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

জীবননগরের হাসাদাহ প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগরের উপজেলার হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি শামসুল আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আল আমিন, মুন্সী কবির হোসেন, বদরুজ্জামান শ্যামল, কবির আহম্মেদ,মসলেম উদ্দীন, তাহসানুর রহমান,

এস এম মোস্তফিজুর রহমান, রাহেন উদ্দীন খোকন, শামীম আহম্মেদ, আব্বাছ উদ্দীন, এম আই আতিয়ার রহমান, বিপলু রহমান, পিয়াস, আজিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম রফিক,রাশেদুল ইসলাম ।

আলোচনা সভায় আগামী শুক্রবার আলোচনার মাধমে আগামি ২ বছরের মিয়াদের নির্বাচনের দিন ঠিক করে নতুন কমিটি করা হবে ।

গায়ে হলুদের গন্ধ না শুকাতেই নববধূর বিষপানে আত্নহত্যা

গায়ের হলুদ গন্ধ না শুকাতে বিষ পানে আত্নহত্যা করেছে নববধূ রুবাইয়া খাতুন (১৮) গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার বটিয়াপাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে রুবাইয়া খাতুনের সাথে একই উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সৌদি প্রবাসী রুবেলের সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের এক সপ্তাহ পার না হতেই বৃহস্পতিবার বিষ পানে আত্নহত্যা করে নববধূ।

এ ঘটনায় নিহত রুবাইয়া খাতুনের মা রোজিনা খাতুন বলেন, গত এক সপ্তাহ পূর্বে আলমডাঙ্গা উপজেলার ওসমানপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সৌদি প্রবাসী রুবেলের সাথে আমার মেয়ে রুবাইয়ার সাথে পারিবারিকভাবে বিবাহ হয়। বুধবার দুপুরে আমার জামায় রুবেলের সাথে আমার মেয়ে আমার বাড়িতে আসে। বৃহস্পতিবার সকালে সকলের অজান্তে নিজ শয়নকক্ষে বিষপান করে।

তিনি আরও বলেন, গত এক বছর যাবত আমার মেয়ের মাথায় সমস্যা ছিল। তার কবিরাজি চিকিৎসাও চলছিল। মূলত মাথার সমস্যার কারণেই আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদুজ্জামান বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রুবাইয়া খাতুনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসএই) আছের আলী বলেন, ছয় মাস পূর্বে মোবাইলের মাধ্যমে প্রবাসি রুবেলের সাথে বিবাহ হয় রোকেয়ার। এক সপ্তাহ আগে রুবেল বাড়িতে আসলে বিয়ে তোলা হয়। এরপর শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসে তারা। বৃহস্পতিবার সকালে রোকেয়া বিষপান করে আত্মহত্যা করে। তার মাথায় সমস্যা ছিল বলে জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন।

শীতার্ত শিক্ষার্থীদের পাশে “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”

নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা। তীব্র শীতে সব থেকে বেশী কষ্ট পায় শিশু ও কিশোর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। এই বিষয়টি মাথায় রেখে “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন দর্শনার কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি অসহায় শিক্ষার্থীর মাঝে শীত বস্ত্র বিতরন করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা মরহুম আব্দুর রহমান বিশ্বাস আজিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন
গরীব-অসহায় শীতার্ত শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে শিতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে।

এ শীতবস্ত্র প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী এস,এ,এম কিবরিয়া আজম, রাসেল আহমেদ শাওন, আনোয়ারুল ইসলাম দোলন এবং ভালোবাসার বন্ধনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ নুরনবী সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, নির্বাহী সদস্য আমিনুল হক সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, প্রমুখ।

এসময় নের্তৃবন্দরা বলেন, “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা” এতদ্বাঞ্চলের গরীব অসহায় মানুষের মাঝে যতদিন বেঁচে থাকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রাখবে।

দর্শনায় হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ

হুফ্ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার দর্শনা কেরুজ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে দর্শনা থানা শাখার প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিযোগীতায় দর্শনা থানার ২০টি হেফজুল কুরআন মাদরাসা থেকে প্রায় ৭০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সকাল ৯টায় প্রতিযোগীতার মূল কার্যক্রম শুরু হয়ে বাদ আসর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন কেরুজ জামে মসজিদের সাবেক ইমাম আলহাজ মাওলানা আব্দুল খালেক ও বর্তমান ইমাম হাফেজ মাওলানা শামসুদ্দোহা।

প্রতিযোগীতায় ৩টি গ্রুপের মধ্যে ৫ পারা গ্রুপে কেরুজ দারুল কুরআন মাদরাসার ছাত্র তামিম ইকবাল ১ম ও তাহফিজুল কুরআন মিল্লাত মাদরাসা ছাত্র আহমাদ আবদুল্লাহ ত্বহা ২য় স্থান অধিকার করে। ১০ পারা গ্রুপে কেরুজ দারুল কুরআন মাদরাসার ছাত্র ছিফাতুল্লাহ মাহমুদ ১ম স্থান এবং ২০ পারা গ্রুপে হিজলগাড়ী বহুমুখী কওমী মাদরাসার ছাত্র মনিরুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন কেরুজ দারুল কুরআন মাদরাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা জুবায়ের বিন আব্দুল খালেক ও হাফেজ ক্কারী মাসুম বিল্লাহ।

চুয়াডাঙ্গায় নবাগত জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করলেন মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গার নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) উপ-সচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

বুধবার (৫ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব কে এম মান্নান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে তারই ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সহ জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাকে বরণ করে নেন। চুয়াডাঙ্গায় নতুন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাস খান মানিকগঞ্জ ঘিওর উপজেলার কৃতী সন্তান।

অপরদিকে, চুয়াডাঙ্গার সদ্য বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনের) (বিটিভি) উপ-মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের বিদায়

সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার ।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি চুয়াডাঙ্গা জেলাকে আমার নিজের মত করে দেখেছি এবং সবসময় আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেছি চুয়াডাঙ্গাবাসীর মঙ্গলার্থে কাজ করে যেতে, ইতোমধ্যে অনেক কাজ শেষ করেছি, আবার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, আমি বিশ্বাস করি অসমাপ্ত কাজগুলো অচিরেই শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সব সময় পুলিশে সুপারের আন্তরিকতা ও সহযোগীতা পেয়েছি।

আরাও পড়ুন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা

পুলিশ সুপার তার বক্তব্যে বলেন,অদ্যকর অনুষ্ঠানের বিদায় অতিথি জেলা প্রশাসক সদ্য যুগ্ন সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থেকে সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দুর্যোগে দুর্ভোগে তিনি ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গাবাসীর মন জয় করে নিয়েছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাতের আঁধারে সাধারণ মানুষের ঘরে খাবার পৌছে দেয়া,গরীব অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো,অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবায় নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়াসহ নানা কারণে তিনি চুয়াডাঙ্গাবাসীর প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃ মুন্না বিশ্বাস সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।আপনারা জানেন আমি চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। কাজ করতে গিয়ে অনেক কাজ শেষ করেছি আবার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে কাজগুলো ও শেষ হবে।

আরও পড়ুন দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শেখ সামসুল আবেদীন বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারি। চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী সহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সব সময় তিনি সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

আরও পড়ুন সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে — বিদায়ী জেলা

প্রশাসক

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাএলীগের সাবেক সভাপতি জেমস্ অলোক চৌধুরী, জেলা আইনজীবী সমিতির এ্যডভোকেট কাইজার চৌধুরী, শামসুন্নাহার, শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রানী সম্পদ অফিসের হলরুমে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষন অনুষ্টিত।

গতকাল বুধবার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের বিখ্যাত,যে কারনে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল চুয়াডাঙ্গার ব্রান্ডিং। তোমরা সঠিক ভাবে ছাগল পালন করবে, ছাগল পালন করে অনেকে নিজেকে সাবলম্বি হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার আরমান আলী ও আলমডাঙ্গা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বায়োজিদ খন্দকার।

প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।